তারিখ 25 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবীদের বই প্রকাশ বন্ধের হুমকি প্রকাশকদের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের পেছনে কাজ করছে সহায়ক বই-এমন দাবি করেছেন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির নেতারা। তাদের যুক্তি যদি এসব বই প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয় তা হলে পরীক্ষার ফল নিম্নগামী হবে। এছাড়া যে সব শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং প্রতিষ্ঠান 'পাঠ্যবইয়ের সহায়ক হিসেবে' এসব সহায়ক বইয়ের সমালোচনা করছেন তাদের লেখা বই প্রকাশ, ক্রয়-বিক্রয় ও সংরক্ষণ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছে সমিতি।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এ হুমকি দেয়। একই সঙ্গে দাবি আদায়ে আগামী ২৬ ডিসেম্বর সকল জেলায় বইয়ের দোকান বন্ধ রেখে মানববন্ধন এবং ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর দুইদিন দোকান বন্ধ রাখা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা আইনে পরিবর্তন দাবি

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন-২০১৬ এর কয়েকটি উপ-ধারা সংশোধনের দাবিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সহ-সভাপতি শরীফুল আলম।

শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা সহায়ক বই বা নোট বই প্রকাশের অন্তরায় মনে করে এই সমিতি। শরীফুল আলম বলেন, বিভিন্ন সময় আমাদের সঙ্গে তাদের কথা হয়েছে, তারাও সহায়ক বইকে নোট বা গাইড বই বলে স্বীকার করেননি। বিষয়টি বুঝার পরও ইদানিং তারা এটার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাদের কারণে সরকার প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের কয়েকটি উপধারা পরিবর্তন করতে চায় বলে আমরা জেনেছি। এর প্রধান কারণ এ সকল শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী কেবল এনসিটিবির বই লিখেই সম্মানী নিতে চান এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) একমাত্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখতে চান। তিনি বলেন, আমাদের দাবির প্রতি সংহতি রেখেই সম্প্রতি শিক্ষা আইন-২০১৬ চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু জানতে পেয়েছি, এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীর চাপে সরকার পুনরায় প্রকাশকদের সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এনটিসিবির অনুমোদনের বাধ্যবাধকতাসহ নানা প্রতিবন্ধকতা রেখেই শিক্ষা আইন চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে আমরা আবার আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি দিতে বাধ্য হচ্ছি। সহায়তা বইয়ের যৌক্তিকতা তুলে ধরে শরীফুল আলম বলেন, যেখানে ৯৭ভাগ শিক্ষার্থী সহায়ক বইয়ের ওপর নির্ভরশীল সেখানে এই বই ব্যতীত শিক্ষাব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। ইন্দোনেশিয়া, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশে সহায়ক বইয়ের নমুনা তুলে ধরে তিনি বলেন, শিক্ষায় সমৃদ্ধ উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়ক বই পড়ানো হয়, সেখানে আমাদের কেন বাদ দিতে হবে? তিনি শিক্ষা আইনে নোট ও গাইড বইয়ের সংজ্ঞা, উপধারাসমূহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ধারা বাতিল করার দাবি জানান।

সমিতির নেতারা বলেন, এনসিটিবির অনুমোদন নিয়ে সহায়ক বই প্রকাশ করতে হলে দীর্ঘসূত্রতায় পড়তে হবে। এছাড়া সহায়ক বই হিসেবে এতো বই প্রকাশ হয় যা এনসিটিবির পক্ষে দেখাও সম্ভব না। সৃজনশীল পদ্ধতিতে সহায়ক বই প্রকাশ করা বৈধ দাবি করে তারা বলেন, শিক্ষা আইনে এর কোনো ব্যত্যয় ঘটলে পুরো শিল্প হুমকির মুখে পড়বে, লাখ লাখ শ্রমিক বেকার হবে, শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের ঝড় নেমে আসবে।

এই অবস্থা বিবেচনা করে সরকারকে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান তারা। বিষয়টিতে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সালাউদ্দিন, পরিচালক এসএম লুৎফর রহমান, হুমায়ুন কবির, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান শায়ক প্রমুখ।